ডায়মণ্ড কমিকস্

DB-325 Rs. 10.00
U.S. $ 0.30

প্রাণ
চাচা চৌধুরী আর
রাজকুমারী অজা

চাচা চৌধুরী আর রাজকুমারী অজা

© PRAN'S FEATURES

সাবু! আমরা দু জনে বিয়ে করে নিলে আমাদের বাচ্চা তোমার মত শক্তিশালী আর আমার মত রূপসী হবে।

রাজকুমারী অজা! ব্যাপারটা যদি উল্টে যায় তো?

রাজকুমারী অজা নিজের জন্য যাকে বেছে নিয়েছে, তার নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত। ও দুনিয়ার সব আরাম-সুখ-সুবিধা পাবে।

আমি বাল-ব্রহ্মচারী! আমি সারা জীবন অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি!

রোদা! এক সামুদ্রী লোক রাজকুমারী অজার অসম্মান করেছে ওকে শাস্তি দাও!

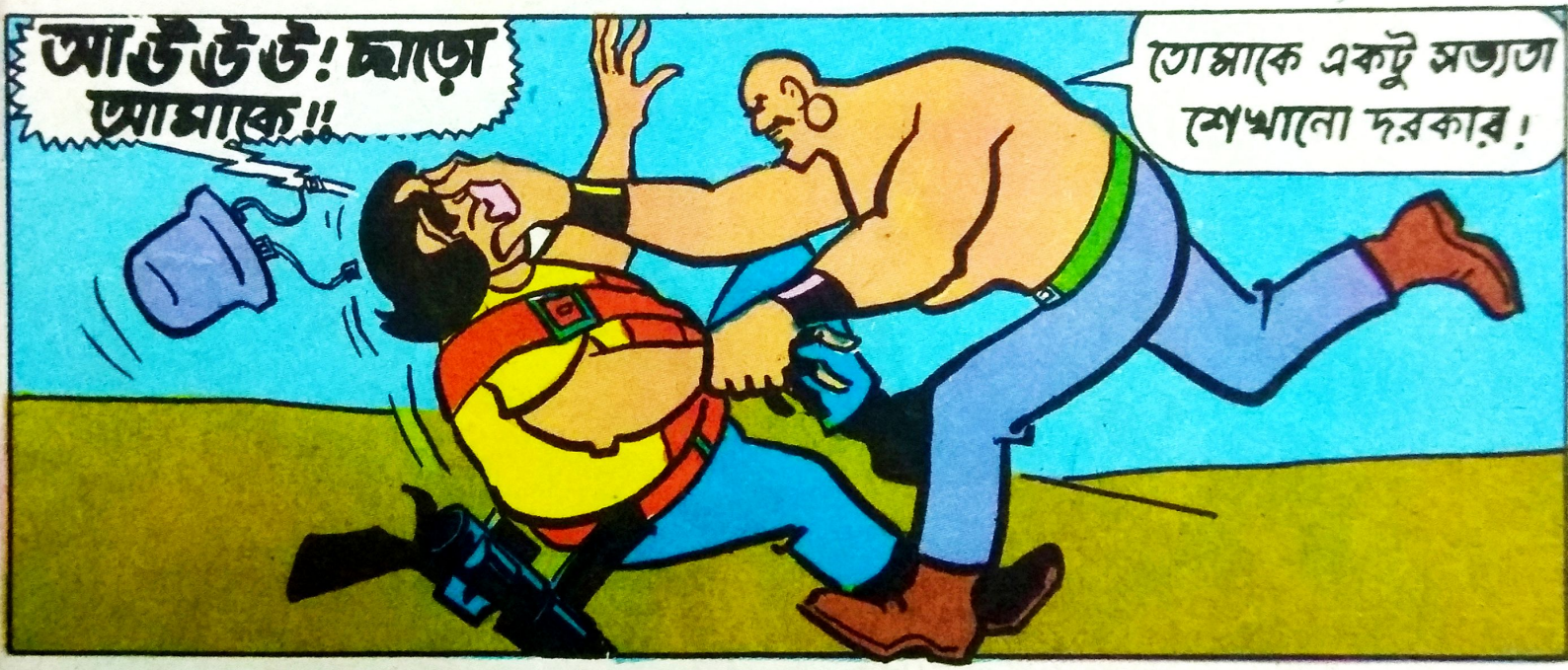

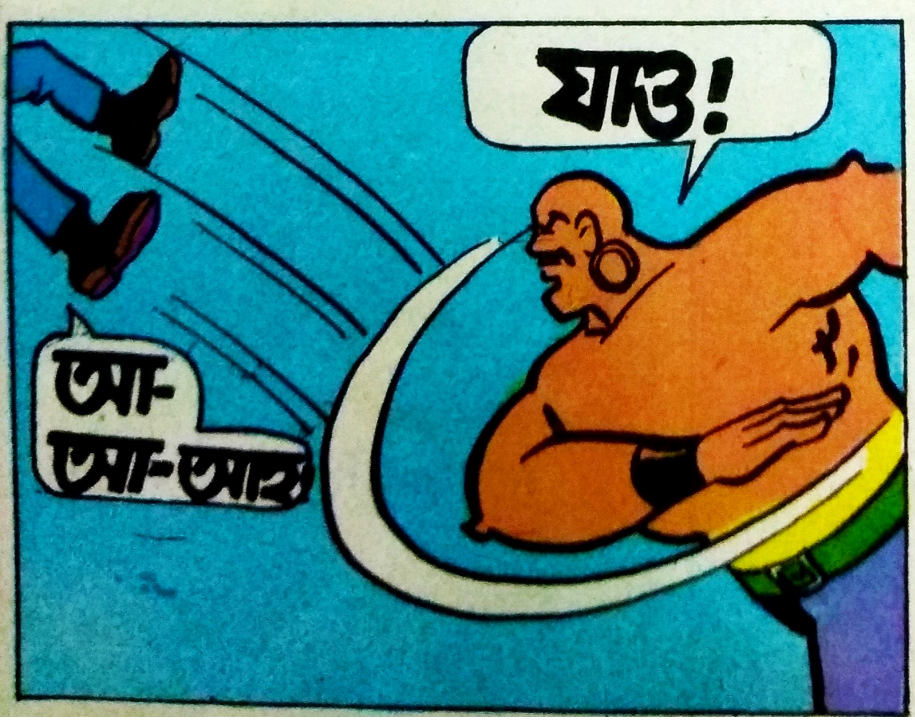

তুমি নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছ!
থ ড়ড়ড়ড়
অহোহ!
আঁউউউ! ছাড়ো আমাকে!!
তোমাকে একটু সভ্যতা শেখানো দরকার!
যাও!
আ-আ-আহ
রাজকুমারী অজা! আমার কথা ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল।
আমি যে জিনিষকে চাই, তাকে হাসিল করে তবে ছাড়ি।

সাবু যতদিন না আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে, ততদিন আমি অনশন ধর্মঘট করব!
এবার ও উল্টো চালে চেলেছে!
মেয়েদের জেদের কাছে ঋষি মুনিদেরও হার মানতে হয়ে সাবু তো ছার!
সজ্জা! তোমার আর সাবুর বিয়ে যাতে হতে পারে, তার জন্য কি তুমি কিছু এনেছ?
হ্যাঁ! এটা হচ্ছে এনগেজমেন্ট রিং—এতে পৃথিবীর সব চেয়ে মূল্যবান হীরে বসানো আছে!
??
চাচাজী! আপনি এ কি বলেছেন?
সাবু! এনগেজমেন্ট রিং নিজের আঙ্গুলে পরে নাও!
এটা তো ছোট হচ্ছে! আমার কোন আঙ্গুলেই ঢুকছে না!

রাজকুমারী...আমি দুঃখিত! আমু তোমার স্বামী হতে পারবে না!
চাচা চৌধুরী! কোন মেয়েই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। সবাই বলে আমি নাকি দেখতে কুৎসিত! আমি কি অবিবাহিতই মারা যাব?
কাল্লু ধোবা! এই আংটিটা একটু পরে দেখ তো!
হো!হো!! এটা আমার আঙ্গুলে দারুণ ফিট্ হয়েছে।
তাহলে তুমিই এই রাজকুমারীকে বিয়ে করে নাও!
বাহ হ!
না! আমি চলে যাচ্ছি!
আমি সেই অবিবাহিতই থেকে গেলাম!
হা!হা!!

ডোপলী সাহেবের টুপি

রহিম টুপিওয়ালা

© PRAN'S FEATURES

এটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলি।
আপনি কিন্তু পরে পস্তাবেন!
হোটেল
ডোপলী সাহেব! আমার কথা শুনুন... চাচা চৌধুরীর কাছে যান!
ও কি ছুরী দিয়ে আমার গলা কেটে টুপি বার করবে?
না! উনি কোন রাস্তা খুঁজে ঠিকই বের করবেন, যাতে টুপির ক্ষতি না হয়েই টুপি আপনার মাথা থেকে বেরিয়ে আসে!
চাচা চৌধুরী! এই টুপিটা আমার মাথায় ফেঁসে গেছে! আমি চিন্তায় পড়ে গেছি!

ডোপলী সাহেব! সাবু তোমার কাজ করে দিতে পারে। ওর গায়ে প্রচণ্ড শক্তি!
চিন্তা কোর না! আমি এখুনি টেনে টুপি বের করে দিচ্ছি মাথা থেকে!
আউউউ! আমার গলা!
সাবু! টুপি টানা বন্ধ কর!
আমি তোমার টুপির ওপর জোরে 'ফুঁ' দেব... ওটা উড়ে দূরে গিয়ে পড়বে!

রেডী?
হ্যাঁ!
ফুঁ!
উপপপপ্!
টুপি মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে!
?!
বালতি ভর্তি হলে ঘড়ায় জল ভরব!

?
ওহো হ! এবার ঘড়া
আমার মাথায় আট
আমার ঘড়া! ওটা নিয়ে পালাচ্ছ কোথায়?
আউউউ
ধড়াম
টনন্ন!
বেরিয়ে গেছে!
আমার ঘড়া!

ব্রীজে বিস্ফোরণ
মোজা! অলতান! আমি তোমাদের যে কাজ দিয়েছিলাম, সেটা হয়নি কেন?
গোনজো আমরা প্ল্যান মতই ভীড়-ভাড় এলাকায় বোমা রেখেছিলাম।
প্রথমে আমরা শহরের সব চেয়ে ব্যস্ততম বাজার খুঁজেছিলাম!
আমরা চেয়েছিলাম যে, বিস্ফোরন যেন বেশী লোকেদের ওপর প্রভাব ফেলে।
মোজা! অলতান! তাহলে তোমরা বিফল হলে কেন?
© PRAN'S FEATURES

আমরা এটা দেখছিলাম যে, সব চেয়ে বেশী ভীড় কোন দোকানে রয়েছে ?
বলে যাও!

আমরা একটা ফুচকার দোকানে গেলাম। ওখানে অনেক লোক ফুচকা খাচ্ছিল। আমরা লুকিয়ে থলে থেকে বোমা বের করে মাটিতে রেখে দিলাম।

আমরা ভেবেছিলাম যে, এতে বেশী লোক মরবে।
কিন্তু একটা মশাও মরেনি!

ঠিক তখনই দু জন লোক, একজন বেঁটে, অন্য জন লম্বা ঐ দোকানে ফুচকা খেতে এল।
লম্বা লোকটা ক্রিকেট বলের মত বড়-বড় ফুচকা মুখে ঢোকাচ্ছিল!

হঠাৎ একটা ফুচকা ভেঙে গেল আর ওর ভেতরের জল নীচে রাখা বোমার ওপরে পড়ল। ভেজা বোমা ফাটবে কি ক
প্ল্যানও চৌপা হয়ে পড়ল।

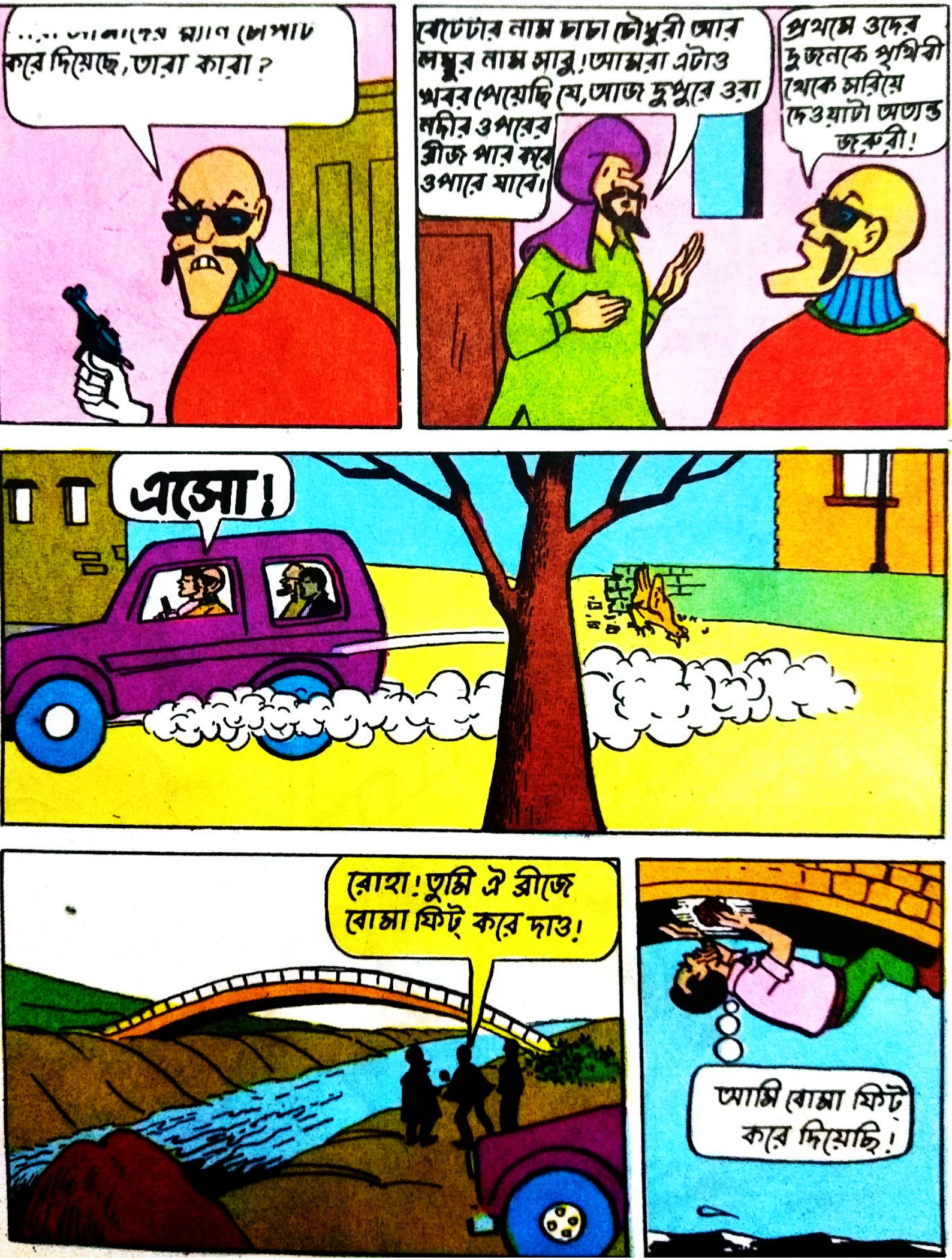

করে দিয়েছে, তারা কারা ?
বেঁটেটার নাম চাচা চৌধুরী আর লম্বুর নাম সাবু! আমরা এটাও খবর পেয়েছি যে, আজ দুপুরে ওরা নদীর ওপারের ব্রীজ পার করে ওপারে যাবে।
প্রথমে ওদের দুজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরী!
এসো!
রোহা! তুমি ঐ ব্রীজে বোমা ফিট্ করে দাও!
আমি বোমা ফিট করে দিয়েছি!

স্পীড বাড়ানো উচিত! আমাদের সময়মত গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে হবে।
চাচাজী! সামনে ব্রীজ!
সাবু! ব্রীজ পার করে আমরা অর্ধেক রাস্তা পার করে ফেলেছি!
এই সুযোগ! হো! হো!!
কড়ড়ড় মম!

ধড়াক্ কু!
বাঁচাও!
আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে চার কোটি টাকা দেব।
ইন্সপেক্টর! একে সামলান!
চল!
একে জেরা করলে এর দলের অন্যদের ঠিকানাও জানা যাবে।
ডগ-ডগ!
ওর চিন্তা করবেন না। আমি ওকে জল থেকে তুলে আনব।

ঠাণ্ডা শরবত

© PRAN'S FEATURES

আমি শিকার খুঁজছি!
দাদা! গরমের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ভেতরে চলে আসুন!
নিন, ঠাণ্ডা শরবত খান!
শরবত খেতেই—
এ বেহুঁশ হয়ে পড়েছে!
এর পকেট থেকে টাকা বের করে নিই!

একটু পরে—
ওহো! মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!
আরে! আমার টাকা!
আরে! এক তো আমরা আপনাকে আশ্রয় দিলাম, ঠাণ্ডা শরবত খাওয়ালাম আর আপনি উল্টে আমাদের 'চোর' বদনাম দিচ্ছেন?!
না, তা নয়! হয়তো আমি টাকা বাড়ীতেই ফেলে এসেছি!
এবার এসব টাকা আমাদের!
আমি আবার কোন মুর্গী ফাঁসাচ্ছি!

একটু দূরে—
আজ প্রচণ্ড গরম পড়েছে!
ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে। ডগ-ডগের বিশ্রাম চাই।
চৌধুরী! তোমার আর তোমার ট্রাকের ঠাণ্ডা জিনিষের প্রয়োজন।
ভেতরে চলে এসো!
আমি আপনার জন্য ঠাণ্ডা শরবত আনছি!

নিন... এটা আপনাকে শীতল করে তুলবে!
আহ! গরমের হাত থেকে মুক্তি পেলাম!
ঘুমিয়ে পড়েছে!
পকেট হাতড়ে দেখ!
ওহোহ! পকেট তো খালি!
এসো, এর পাগড়ী খুলে নিই!
ঠিক আছে! বিছানায় পাতার জন্য দু-তিনটে চাদর তৈরী হয়ে যাবে

আম্মি এর পাগড়ী খুলে নিচ্ছি!
ধড়াক্ক্!
ওহো! এ কি?
আচ্ছা, চলি!
শরবতের জন্য ধন্যবাদ

আগুন আর জল

© PRAN'S FEATURES

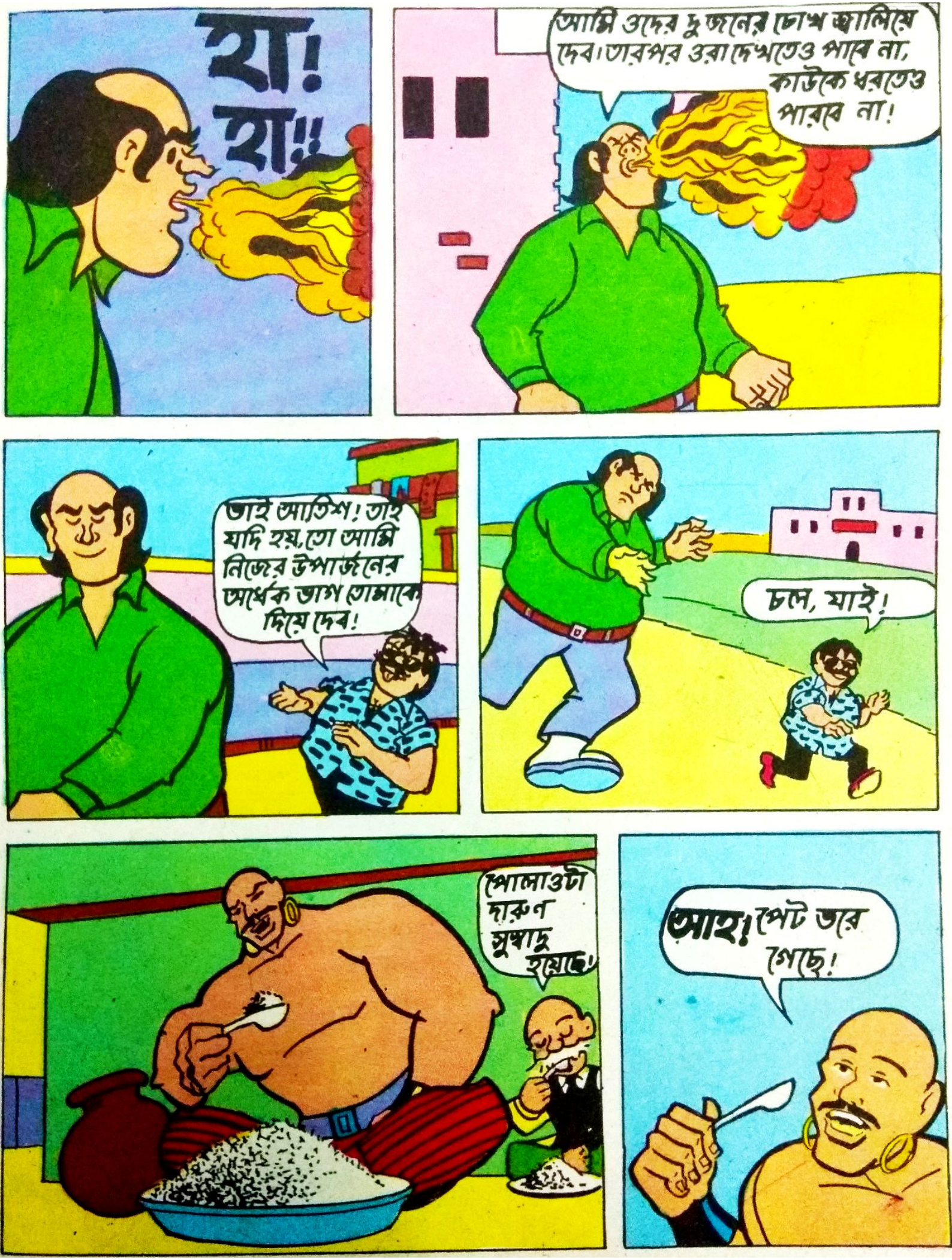
হা!
হা!!
আমি ওদের দু জনের চোখ জ্বালিয়ে দেব। তারপর ওরা দেখতেও পাবে না, কাউকে ধরতেও পারবে না!
ভাই আতিশ! তাই যদি হয়, তো আমি নিজের উপার্জনের অর্ধেক ভাগ তোমাকে দিয়ে দেব!
চলে, যাই!
পোলাওটা দারুণ সুস্বাদু হয়েছে!
আহ! পেট ভরে গেছে!

শোন! খাবার খেয়ে জল দিয়ে কুলিকুচি করতে হয়, তাতে দাঁত পরিষ্কার থাকে।
এবার তো ওটা করতেই হবে।
হ্যাঁ!
ঠিক আছে! এখুনি কুলিকুচি করছি!
বোকা! কুলিকুচি করার জন্য বাড়ীর বাইরে যাও!
সাবু! তোমার কাকী ঠিকই বলেছে। এসো বাইরে যাই!

ঐ যে সাবু! ওর চোখ জ্বালিয়ে দাও!
হা! হা!!
এখন কুলিকুটি করতে হবে।
ফুররর!
ওহো হ!
আগুন নিতে গেছে তো কি হয়েছে? আমি এক ঘুঁষিতে তোকে চিত করে ফেলব।
এত তাড়া কিসের?

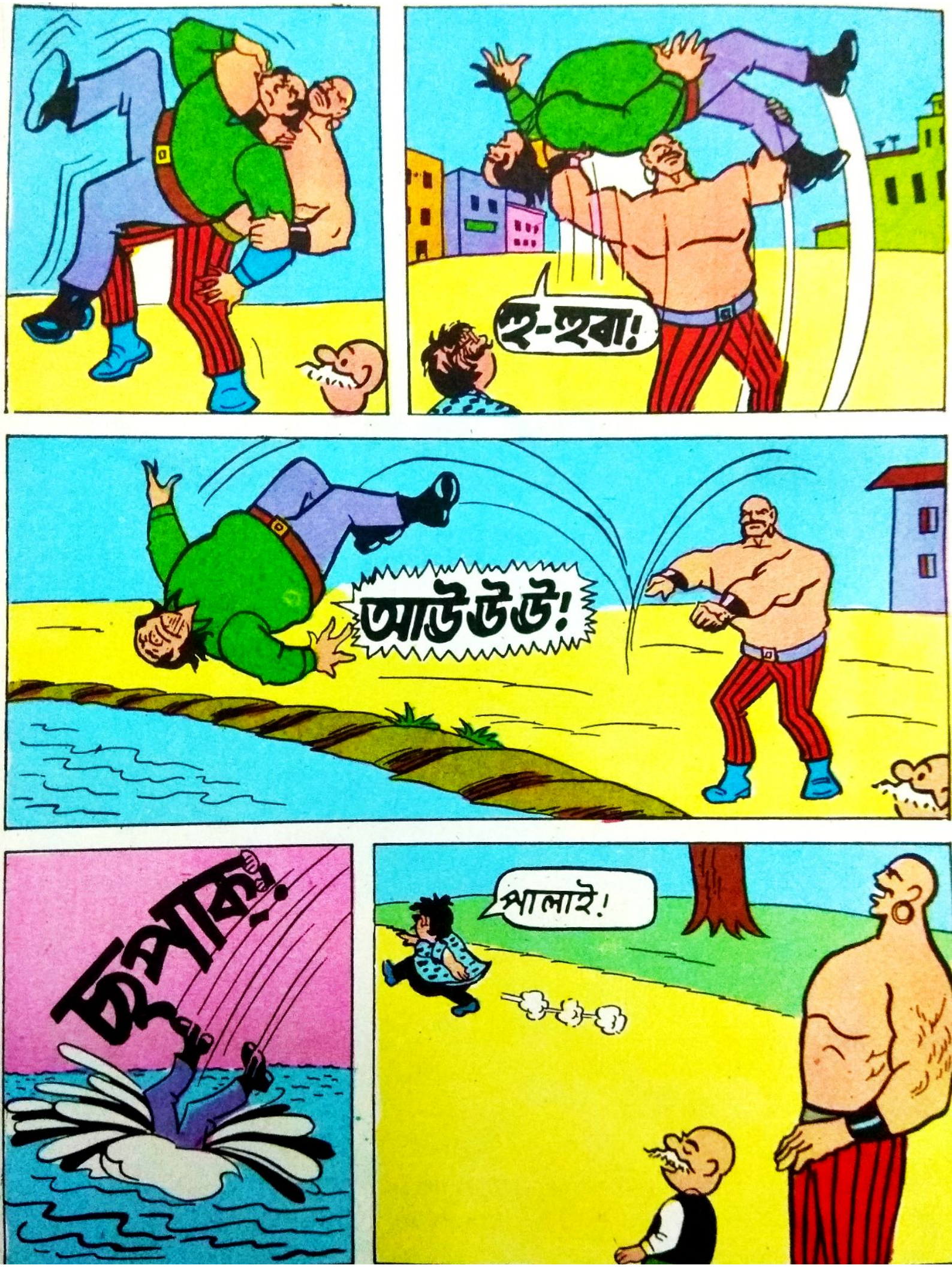
হু-হুবা!
আউউউ!
ছপাক!
পালাই!

রকেটের ভ্রমণ

খর্!
খর্!!
ওঠো! সকালে হয়ে গেছে। এটা রকেটকে নিয়ে ঘুরতে যাবার সময়!

ঢোল পিটলে হয়তো এদের ঘুম ভাঙবে!
ডম্! ডম্!!
© PRAN'S FEATURES

কেন আওয়াজ করছ?
বন্ধ কর!
বন্ধ কর!
ডম্! ডম্!!

খর্!
খর্!!
সমস্ত পাড়া জেগে গেল। কিন্তু এরা দু জনে এমন ভাবে ঘুমিয়ে আছে, ঠিক যেমনটা পরীক্ষা শেষ হয়ে পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা ঘুমোয়!
রকেট! চল, আজ আমি তোকে ঘুরিয়ে আনছি।
স্যাডাম বাটাশা! এসো, ঐ মহিলাকে লুঠ করা যাক!
স্বামী! ঐ কুকুরটা বাধা দিতে পারে।
ঐ কুকুরকে আমি সামলোচ্ছি। তুমি ঐ মহিলাকে সামলাও!
স্যাডাম! এই কুকুরটা আপনাকে ছুটিয়ে-ছুটিয়ে ক্লান্ত করে তুলবে। ওকে আমার হাতে দিন!

আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। ততক্ষণ আমি আপনার কুকুরকে ঘুরিয়ে আনছি।
আমার স্বামী কুকুরটাকে নিয়ে গেছে! এই সুযোগ
তোমার কাছে যা কিছু আছে, সব বের করে দাও!
আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি! পয়সা-কড়ি কিছু নেই!
পয়সা-কড়ি না থাক, যেসব দামী গয়না পরে আছ, সব খুলে দাও।
শাবাশ! মনে হচ্ছে তুমি নিজের প্রাণকে খুবই ভালবাস। সব গয়না এই রুমালে রেখে দাও!

আজ ভাল মাল পাওয়া গেছে।
এবার কেটে পড়া উচিত।

গররররর!
ওহো! সেই কুকুরটা!

ভৌ!
ভৌ!!
বাঁচাও!

আমি তোমার সব
গয়না ফেরত দিচ্ছি।
ঐ কুকুরটার হাত
থেকে আমাকে বাঁচাও
গররর!

ঐ কুকুরটা দড়ি
ছিঁড়ে পালিয়েছিল
রকেট! চল,
বাড়ী যাই!

ঝল্লুর প্রাসাদ

বেঁটে মাষ্টার! আমার বাড়ী খালি করে দাও। আমি অন্য ভাড়াটে রাখব, ও বেশী ভাড়া দেবে।

ঝল্লু শেঠ! আমি রিটায়ার করে গেছি। এই বয়সে মালপত্র নিয়ে কোথায় যাব?

তুমি স্মাগলার বারোর জন্য এক ভদ্রলোককে বাড়ী থেকে বের করে দিতে চাইছ?
আমি বেশী পয়সা চাই! তার জন্য আমার বাড়ীতে কুখ্যাত বদমাশকেও রাখতে রাজি আছি।

দেখলে, বারো? আমি বলেছিলাম না যে, ঐ মাষ্টার সহজে বাড়ী খালি করতে চাইবে না।
কিন্তু ঝল্লু শেঠ! আমার ম্যাগলিং-এর মাস ব্লকোতে একটা বাড়ীর খুবই দরকার!
আমি ঐ বেঁটে-বাঁটকুলেকে মেরে বাড়ী থেকে বের করে দেব।
ঐ মাষ্টারের সঙ্গে অনেক উঁচু-উঁচু লোকেদের পরিচয় আছে।
তাতে কি হয়েছে? সরকারি অফিসে আমারও জানাশোনা আছে।
তুমি এই দু বছরের এ্যাডভ্যান্স ভাড়া ধর। ওকে বাড়ী থেকে বের করাটা আমার কাজ!
দেখে নিও, একটু পরেই ও রাস্তায় চলে আসবে।
আমি শুধু টাকা চিনি। তুমি যা খুশী করতে পার।

ভালু!
এসো আমার সঙ্গে। এক বেঁটে-বাঁটকুলকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।
আমরা ওর হাত-পা ভেঙে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব।
বেঁটে মাস্টার! দরজা খোল। নয়তো আমরা দরজা ভেঙে ফেলব।
ঠক! ঠক!!
ধড়াক্ ক্!
আউ উ!

ভগবানের দয়ায় প্রাণে বেঁচেছি!
বাপ্‌রে!
তুমি তো বলেছিলে যে, ও বেঁটে?
বলেছিলাম না যে, ঐ বেঁটে মাষ্টারের অনেক উঁচু বন্ধু আছে!
ধন্যবাদ, সাবু!
এটা আমার কর্তব্য ছিল, মাষ্টারমশাই!

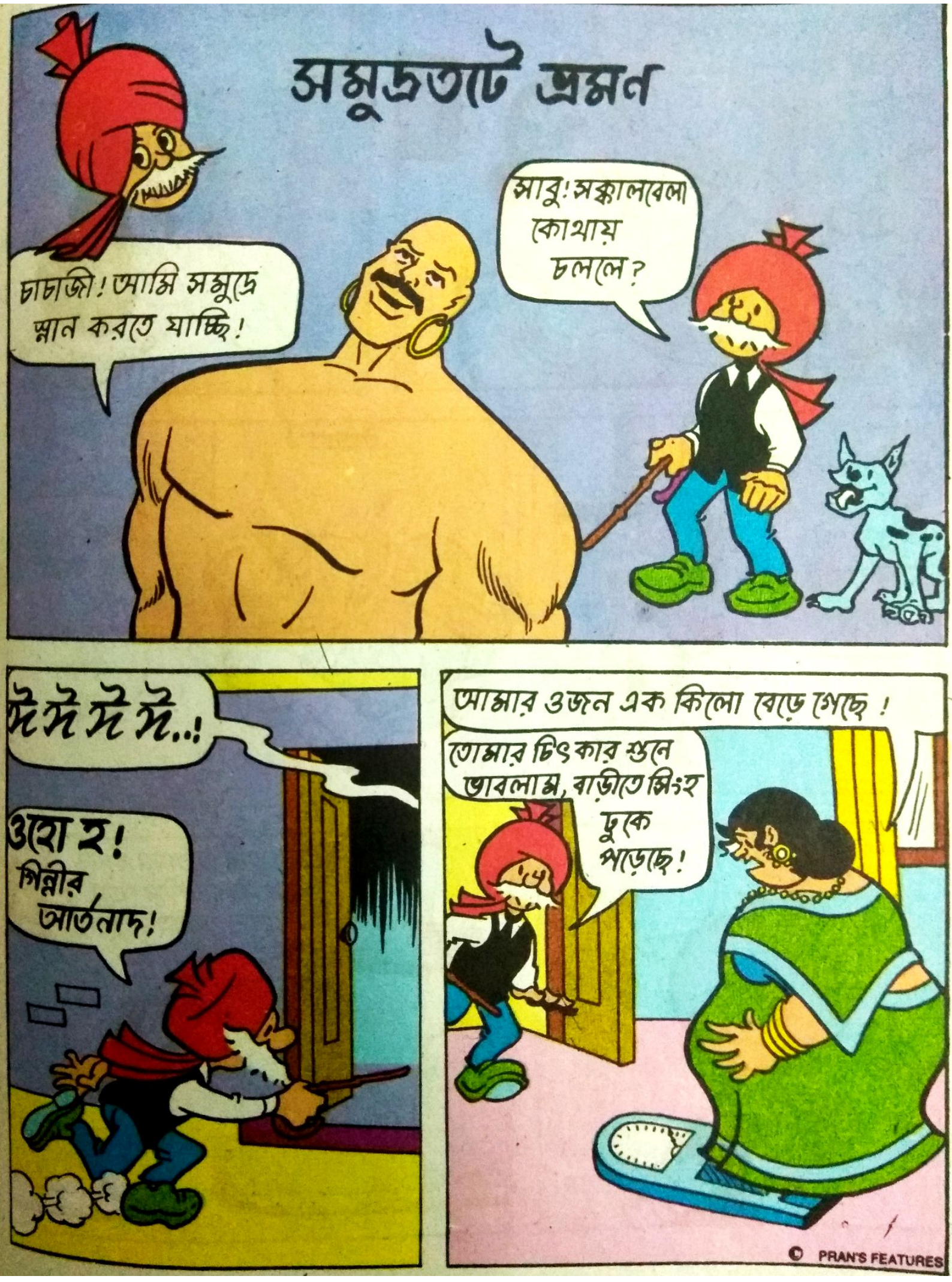
সমুদ্রতটে ভ্রমণ
চাচাজী! আমি সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছি!
সাবু! সক্কালবেলা কোথায় চললে?
ঈঈঈঈ..!
ওহো হ! পিন্নীর আর্তনাদ!
আমার ওজন এক কিলো বেড়ে গেছে!
তোমার চিৎকার শুনে ভাবলাম, বাড়ীতে সিংহ ঢুকে পড়েছে!
© PRAN'S FEATURES

এটা তোমার গয়নার ওজন! ওসব খুলে ফেল, ওজনও কমে যাবে!
না! এসব গয়না আমার মা দিয়েছে!
তাহলে ডায়েটিং শুরু করে দাও! তাতে বাড়ীর চাল-আটাও বাঁচবে!
আমি খাওয়া বন্ধ করতে পারব না! অন্য কোন রাস্তা বল!
ভাবতে দাও!
গিন্নী! তুমি প্রতিদিন দশ-পনেরো কিলোমিটার পায়ে হাঁটো! তাতে তোমার বাজার মোরাও হয়ে যাবে।

আর আসার সময় সব্জীও কিনে নিয়ে এসো!
এতে কি আমার ওজন কমে যাবে?
নিশ্চয়ই! পায়ে হাঁটাও একটা ব্যায়াম!
ঠিক আছে...আমি আজ থেকেই শুরু করে দিচ্ছি!
ওহো হ! ধোঁয়া!
TV
TYRE
তাজা হাওয়ার জন্য শহরের বাইরে যেতে হবে।

হ্যাঁ... এই সমুদ্র তটটা উপযুক্ত জায়গা! এখানে ঘুরলে মনও প্রসন্ন হয়ে উঠবে!
ওখানে স্যাসে! ধান্ধা মন্দা চলেছে!
বাড়ো! কি করা যায়? লোকেদের কাছে আজকাল পয়সা-কড়ি বাঁচে না!
স্যাসে! ঐ মহিলা প্রচুর গয়না পরে রয়েছে!
ওগুলো বেচলে ভাল পয়সা আসবে!
সব গয়না খুলে দাও!
বাঁচাও!
এই নির্জন জায়গায় তোমার চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না।

তাড়াতাড়ি কর!
নয়তো তোমাকে মেরে সব গয়না নিয়ে নেব!
ওহো হ!
বাচ্চাদের এসব ভয়ানক খেলনা নিয়ে খেলা করতে নেই!
তোমাদের গা থেকে দুর্গন্ধ আসছে! গিয়ে স্নান করে নাও!
ধন্যবাদ সাবু!

ভ্রাতৃত্ববোধ

© PRAN'S FEATURES

এখন সাড়ে দশটা বাজে।
ধন্যবাদ!
আচ্ছা, চলি।
আবার দেখা হবে।
আপনার হাত ঘড়িটার দাম কত?
মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।
তাহলে ওটা আমাকে দিয়ে দিন।
কি যুগই এল? ভাই ভাইকে লুট করছে!
আমি তোমার ভাই কবে থেকে হলাম?

পৃথিবীর সব মানুষ একই পরিবারের সদস্য। তাহলে কি, আমরা ভাই-ভাই নই?

আমাকে বোকা বানাচ্ছ? ঘড়ি দাও, নয়তো ছুরী পেটে ঢুকিয়ে দেব।

দেখ, তুমি কথা না শুনলে আমার ছোট ভাইকে ডাকব।
হো! হো!! তোমার ছোট ভাই তোমার মত বামন হবে।
HOTEL
DHL
011

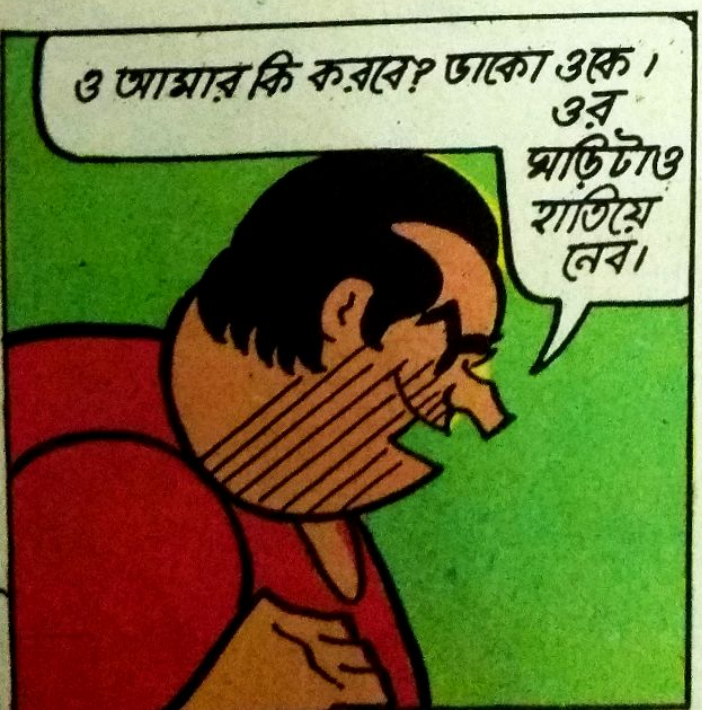
ও আমার কি করবে? ডাকো ওকে। ওর ঘড়িটাও হাতিয়ে নেব।

ছোট ভাই! এই গুণ্ডাটা আমাকে বিরক্ত করছে।

তুমি একে বিরক্ত করছ?
সেরেছে!
পালাই!
ওর উচ্চতা বড়-জোর হলেও বয়সে ও আমার চেয়ে ছোট।
ধিক্কার! সত্যিই ভ্রাতৃত্ববোধ অনেক কাজ দেয়।